যায়যায়দিন

তারিখ .. 09 MAR 2007 ...
পৃষ্ঠা 8 কলাম 7

এডিটোরিয়াল & কমেন্ট

■ Dhaka ■ Friday ■ 09 March 2007

নারী শিক্ষায় জোর দিলে অবস্থার পরিবর্তন ঘটবে

পরিসংখ্যান দেখলেই বোঝা যাবে বাংলাদেশে নারী নির্যাতনের ঘটনা ক্রমেই বাড়ছে। বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের তথ্য মতে, ১৯৯৭ সালে ১,৩৬৯টি নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটে। ২০০৬ সালে নারী নির্যাতনের ঘটনা বৃদ্ধি পেয়ে দাড়িয়েছে ৬,০৫৪টিতে। নির্যাতনের বহু ঘটনা অপ্রকাশিত থেকে যাওয়ায় এর সঠিক সংখ্যা নির্ণয় করা যাচ্ছে না।

বাংলাদেশে এখন পুরুষ শাসিত সমাজ ব্যবস্থা বিদ্যমান। পরিবার ও সমাজের শাসন ক্ষমতায় পুরুষদের আধিপত্য চলে আসছে দীর্ঘদিন ধরে। ফলে মনোভাবটা এমন হয়ে দাড়িয়েছে যে, সব কিছুতে পুরুষরাই সিদ্ধান্ত নেবে। এ মানসিকতার পরিবর্তন আইন করে সম্ভব হবে না। ক্রম বিবর্তনের মাধ্যমে এটার পরিবর্তন হবে। আর এ বিবর্তনের ক্ষেত্রে আমরা যতো বেশি নারী শিক্ষায় জোর দিতে পারবো নারীর ক্ষমতায়নও ততো ত্বরান্বিত হবে।

সমাজের ক্ষুদ্র একক হচ্ছে পরিবার। প্রতিটি পরিবারে যদি নারী শিক্ষায় জোর দেয়া হয় তাহলে সমাজে তার ইতিবাচক ফল পড়তে শুরু করবে। একজন শিক্ষিত নারী একটি দেশের সম্পদ। একজন নারী যখন শিক্ষিত হবে তখন স্বাভাবিকভাবেই নিজের অধিকার সম্পর্কে তার মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে।

নারী অধিকারে অন্যতম প্রধান বাধা হচ্ছে আর্থিক নিরাপত্তার বিষয়টি। এ বাধার কারণেই সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীরা পিছিয়ে আছে। নারীকে শিক্ষিত করে তুলে এ বাধা দুর করা সম্ভব। শিক্ষিত নারীরা যখন কাজ করে স্বাবলম্বী হতে শুরু করবে তখন নিজের সিদ্ধান্ত নিজে নিতে তারা পিছপা হবে না।

তাই নারীর অধিকার এবং নারীর ক্ষমতায়ন প্রতিষ্ঠিত করতে নারী শিক্ষার ওপর জোর দিতে হবে সবার আগে। সরকার ইতিমধ্যে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত মেয়েদের শিক্ষা অবৈতনিক করেছে। এর সুফল আমরা পেতে শুরু করেছি। মেয়েদের অবৈতনিক শিক্ষার সুযোগটি ডিগ্রি পর্যন্ত করার ব্যাপারে ভাবতে হবে।

দেরিতে হলেও দেশে মহিলা ফুটবল ও ক্রিকেট খেলার প্রচলন ঘটেছে। খেলাধুলাসহ সব ক্ষেত্রে যখন পুরুষদের পাশাপাশি মহিলাদের অংশগ্রহণ বাড়বে তখন মানসিকতার পরিবর্তন ঘটতে থাকবে। সরকারের কঠোর পদক্ষেপ ও বেসরকারি সংস্থাগুলোর প্রচেষ্টার ফলে এসিড সন্ত্রাস অনেকটা কমেছে। কিন্তু পুরোপুরি বন্ধ হয়নি। এ ব্যাপারে আমাদের সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে।

দেশের প্রচলিত আইন নারীর অগ্রগতিকে বাধাগ্রস্ত করছে কি না অথবা তা নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক কি না তা বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। কেননা উপরি কাঠামো যদি নারীর অগ্রগতিতে বাধা হয়ে দাড়ায় তাহলে নিচের স্তর থেকে সংগ্রাম করে বেশি দূর এগোনো যাবে না।

যে ক্ষুদ্র ঋণের জন্য আমরা নোবেল পেয়েছি সে ক্ষুদ্র ঋণ গ্রাহকদের অধিকাংশই নারী। ক্ষুদ্র ঋণ নিয়ে নিজেদের মেধা কাজে লাগিয়ে আমাদের নারীরা একটি নীরব বিপ্লব ঘটাচ্ছেন। আর এটা হচ্ছে অর্থনৈতিক স্বাধীনতার বিপ্লব। নারীর দক্ষতা, মেধা ও সৃজনশীলতাকে যদি পুরুষদের সঙ্গে যোগ করানো যায় তাহলে দেশের উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে। বাংলাদেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতি এখন যেভাবে হচ্ছে তার চেয়ে বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে যদি পুরুষের কর্মময় দুটি হাতের সঙ্গে নারীর দুটি হাত যোগ করে দেয়া যায়।